বেরেলীদেরকে বিরাট মুনাযারার চ্যালেঞ্জ
ও বেরেলীদের চূড়ান্ত পরাজয়

মোবাহালা

বেরেলীপন্থী
শাহ আহমাদ নুরানীর পরাজয়

বেরেলীদেরকে বিরাট মুনাযারার চ্যালেঞ্জ
ও বেরেলীদের চুড়ান্ত পরাজয়

মোবাহালা

বা

হক ও বাতেল নির্ণয়ে
খোদায়ী ফায়সালা গ্রহণের

চ্যালেঞ্জ

মদীনা শরীফ নিবাসী
হজরত সূফী আমীর আলি কোরাইশীর চ্যালেঞ্জ
ও
বেরেলীপন্থী
শাহ আহমাদ নুরানীর পরাজয়

প্রকাশক:

মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম

শালজোড়, বীরভূম, পশ্চিম বঙ্গ, ভারত
জিওগ্রাফী অনার্স, (ফার্স্ট ক্লাস), বি. এড., (ফার্স্ট ক্লাস),
মহর্ষী দয়ানন্দ ইউনিভার্সিটি, রোহতাক, হরিয়ানা,
মোবাইল:- +৯১ ৯৬৩৫৪৫৮৩৩১
E-Mail- md.abdulalim1988@gmail.com

প্রথম সংস্করণ : ১লা জানুয়ারী ২০১৪

-ঃঃ উৎসর্গ ঃঃ-

আল্লামা শাহ ইসমাইল শহীদ দেহলবী (রহ.) এর রুহের প্রতি

ঃঃ মুদ্রনে ঃঃ
নুমান কম্পিউটার প্রেস
শালজোড়, বীরভূম,
মোবাইল- ৯৬৩৫৪৫৮৩৩১

হাদিয়া- ৫ (পাঁচ টাকা মাত্র)

অনুবাদকের কথা

পরম করুনাময় আল্লাহ তাআলার লক্ষ কোটি প্রশংসা ও তাঁর নির্বাচিত শেষ পয়গম্বর বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের এর পাক রুহে কোটি কোটি দরুদ সালাম, বাদ আরজ এই যে, একদল স্বার্থান্বেষী মুসলমান মুসলিম জনগনকে শির্ক ও বিদআতের ঘনঘটা অন্ধকারে আবদ্ধ রেখে তাদের অর্থ লুটেপুটে খাওয়াকে নিজেদের জীবনের চরম লক্ষ ও পরম ব্রত মনে করে রেখেছে । কোরআন হাদীসের উজ্জ্বল আলোর সংস্পর্শে তাদের মনগড়া শিরক বিদআতের প্রসাদ ধূলিসাৎ হয়ে যাবে এই আশংকায় ঐ স্বার্থান্ধ বেরেলীদল-মুসলিম জনহন যেন হাক্কানী আলেমগনের সংস্পর্শে না এসে যায় তার জন্য- ভারতবর্ষের মহামান্য ও বিশ্ববরেন্য হাক্কানী উলামা ও বুযর্গানে দ্বীনের নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে অন্যায়ভাবে তাঁদেরকে কাফের সব্যাস্ত করার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে বহুদিন থেকে । দেওবন্দের হাক্কানী আলেমগনের পক্ষ থেকে অসংখ্য বই পুস্তক, পত্র পত্রিকা ও বক্তৃতা দ্বারা তাদের আরোপিত অপবাদ খণ্ডন করা হয়েছে । কিন্তু বিভ্রান্ত সৃষ্টিকারী ঐ বেরেলীদল তাতে ক্ষান্ত হয় নায় । আর তা সম্ভবও নয় । কেননা ঐভাবে তাদের স্বার্থহানী হবে এবং জীবনের চরম লক্ষ্য, অর্থ সংগ্রহ হবে । এখন এখন প্রয়োজন ছিল ঐশ্বরিক বা খোদায়ী ফায়সালার দ্বরা বাতেলকে পরাস্ত করা ।

সুতরাং মদীনা শরীফে অবস্থানকারী একজন ওলীউল্লাহ হযরত সূফী আমীর আলী কোরাইশী সাহেব ১৯৭৯ সালে দৈনিক জাসারত পত্রিকা মারফত বেরেলী দলকে মোবাহালা বা খোদায়ী ফায়সালা গ্রহনের জন্য চ্যালেঞ্জ জানান । কিন্তু অদ্যবধি তারা ঐ চ্যালেঞ্জ গ্রহনের দু:সাহস দেখাতে প্রস্তুত হয় নায় এবং কিয়ামত পর্যন্ত-ইনশাআল্লাহ প্রস্তুত হবেনা । হতেই পারেনা । কেননা খোদায়ী ফায়সালার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলে জনগনের নিকট তাদের বাতেল হওয়া সুপ্রমানিত হয়ে ধোকার জাল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে

এবং মুসলিম জনগনের ঈমান ও অর্থ লুঠ করার পথ চির রুদ্ধ হয়ে যাবে ।

সূফী সাহেবের উক্ত চ্যালেঞ্জ পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করেছেন উত্তর প্রদেশের বিজনৌর শহরের অধিবাসী জনাব ফজলুদ্দীন সাহেব আমরা ঐ পুস্তিকার বঙ্গানুবাদ করলাম । হলদিয়ার তাজমহল ট্রান্সপোর্ট এর মালিক বন্ধুবর জনাব গোলাম মুস্তাফা সাহেব (ডি-ঘাসিপুর, পো:-চকদিপা, মেদিনীপুর) এঁর সহযোগিতায় পুস্তিকাটি আত্মপ্রকাশের পথে । আল্লাহ তাআলা তাঁর এই দানকে কবুল করে ইহকাল ও পরকালের সুখ ও শান্তি দান করুন এবং আরও অধিক পরিমাণে দ্বীনি খিদমতের তওফীক দিয়ে ধন্য করুন । (আমীন, সুম্মা আমীন) ।

তাং ৮/ ১/ ১৯৮৮

সাইয়েদ আব্দুল কাদের কাসেমী
হেড মাওলানা ও শাইখুল হাদীস
জামেয়া ইসলামিয়া মদীনাতুল উলুম
পো:-মেমারী, জেলা-বর্ধমান
পিন কোড ৭১৩১৪৬

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম
ওয়া কুল জ-আল হাককো ওয়া জাহাকাল
বাতিলা, ইন্নাল বাতিলা কানা যাহুকা ।

শাহ আহমদ নুরানী সাহেবের ক্রমাগত পলায়ন দ্বারা মুসলিম জনসাধারনের জন্য হক ও বাতেলের পরিচয় অত্যন্ত সহজ হয়ে পড়েছে ।

(বিস্তারিত বিবরণ)

সাধারণভাবে দেশ বিভাগের পূর্বে এবং বিশেষভাবে বিভাগের পর শাহ আহমদ নুরানী ও তাঁর (বেরেলীপন্থী) দলবল দেওবন্দের হাক্কনী আলেম ও বুযর্গদেরকে (অন্যায়ভাবে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে) কাফের সাব্যস্ত করার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছেন ।

ফকির আমীর আলী কোরাইশী হাল সাকিন মদীনা ওনাওয়ারা দেওবন্দের আলেম বুজুর্গদের নগণ্য খাদেম । এই অধম দেওবন্দের বুজুর্গদেরকে আহমে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের কোরান-হাদীস সমর্থিত সত্য সরল আক্বীদা ও চিন্তাধারার শুধু ধারক, বাহকই মনে করেন না, বরং ঐ বুজুর্গদেরকে আল্লাহ তাআলার সান্নিধ্য লাভে ধন্য বড় বড় ওলীআল্লাহ বলেও বিশ্বাস করে ।

দেওবন্দের বুযুর্গদের প্রতি শাহ আহমদ নূরানী ও তাঁর দলবলের মিথ্যা অভিযোগ ও কাফের হওয়ার অপপ্রচারে মুসলিম সমাজে বিভ্রান্তি ও অশান্তি সৃষ্টি হচ্ছে । তাই এই ফকীর বিগত ১৮ই এপ্রিল ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দে করাচীর দৈনিক জাসারত এর মধ্যমে মোবাহালা বা হক বাতেলের খোদায়ী ফায়সালা গ্রহনের জন্য তাঁদেরকে আহ্বান ও চ্যালেঞ্জ জানায় । ঐ মোবাহালার ঘোষনায় আমি দুটি পন্থা উল্লেখ করেছিলাম ।

প্রথম পন্থা - নুরানী মিয়াঁ বা তাঁর দলের অন্য কোন আলেম যেন মদীনা শরীফে আসেন । এই ফকীর হুযুর নবী করীম সাল্লাল্লহো আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওজা শরীফের সম্মুখে দাঁড়িয়ে হুযুর সাল্লাল্লহো আলাইহি ওয়া সাল্লামের এঁর খিদমতে সালাম পেশ করবে এবং নুরানী মিয়াঁও সালাম পেশ করবেন । যদি কবর শরীফ থেকে নুরানী মিয়াঁর সালামের উত্তর শুনতে পাওয়া যায় তবে এই ফকীর এবং তার দল বাতেল পন্থী ও বিভ্রান্ত বলে গন্য ও প্রমাণিত হবে । আর যদি এই ফকীরের সালামের উত্তর নুরানী মিঁয়া স্বকানে শুনতে পান,তবে আমাদের জামাআত

ও আমার বুজুর্গগণ সত্য ও হকপন্থী বলে গন্য ও সাব্যস্ত হবেন এবং নুরানী মিঁয়া ও তাঁর দল বাতেল পন্থী ও গুমরাহ প্রমাণিত হবেন ।

দ্বিতীয় পন্থা - উল্লেখ করেছিলাম যে, ফজরের নামাযের পর শাহ আহমদ নুরানী তাঁর দলবল সহ তসবীহ তেলাওয়াত ও যিকির মোরাকাবায় আত্ম করবেন এবং এশরাকের নামাজের পর শাহ আহমদ নুরানী সাহেব বাতেল পন্থীদের বিরুদ্ধে বদ দোওয়া (অভিশাপ) করবেন । তাহাতে এই ফকীর নিজ দলবল সহ আমীন আমীন বলবে । অতপর এই ফকীর বাতেল পন্থীদের বিরুদ্ধে বদ দোওয়া করবে এবং আপনারা এই বদ দোওয়ার সময় আমীন আমীন বলবেন । এর পাঁচ মিনিট পর যার মুখমন্ডল বিকৃত হয়ে যাবে, সে দলবলসহ মিথ্যাবাদী, বাতেলপন্থী ও গুমরাহ প্রমাণিত হবে এবং তার প্রতিপক্ষ হবে সত্যবাদী ও হকপন্থী ।

চ্যালেঞ্জের এই ঘোষনায় মদীনা শরীফে আমার আবাসস্থল এবং হারাম শরীফে বসার ও নামাজের স্থান নির্ধারণ করা হয়েছিল পূর্ণভাবে । যার কপি এখনও সুরক্ষিত আছে । উর্দূ দৈনিক জাসারত ১৮/৪/১৯৭৯ তারিখের কপি দ্রষ্টাব্য । এই ফকীর উক্ত পত্রিকা মারফত ঘোষিত চ্যালেঞ্জ গ্রহণ ও তার উত্তরের জন্য দীর্ঘদিন অপেক্ষা করে শেষ পর্যন্ত নিরাশ হয় । ২১শে জুলাই ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দে জনৈক ব্যক্তি এই ফকীরকে সংবাদ দেয় যে নূরাণী মিঁয়া আজ এখানে (মদীনা শরীফে) উপস্থিত আছেন । বস্তুত মাগরিবের নামাজের এক ঘন্টা পূর্বে উক্ত নূরানী সাহেবকে বাবে উমর (উমর গেট) এর নকটপর্তী দেখতে পেয়ে আমি তাঁর বাহু ধরে বললাম, আমি তো আপনাকে ইতিপূর্বে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলাম । আজ ঘটনাক্রমে আপনি যখন এসেই পড়েছেন, চলুন আমরা উভয়ে মোয়াজাহা শরীফে (অর্থাৎ হুজুরের কবর শরীফের পাশে কেবলার দিকে) যেয়ে মোবাহালা (মুনাযারা) করি । এই কথাবার্তার সময় কোয়েটা নিবাসী অবসরপ্রাপ্ত সেশন জজ প্রদ্ধেয় সরফরাজ সাহেব উপস্থিত ছিলেন । তিনি আমাদের এই কথোপকথনের সক্ষী । কিন্তু নূরানী সাহেব টালবাহানা করতে থাকেন । মোবাহালার জন্য কোনরকমেই প্রস্তুত হলেন না । অত:পর মদীনা শরীফে নূরাণী সাহেবের উপস্থিতিতেই তাঁর খিদমতে এই ফকীর দুজন বন্ধু মারফত পত্র দিয়ে পাঠায় । তাঁরা নূরানী সাহেবের হাতে ঐ পত্র দিয়ে স্মরণ করিয়ে দেন যে, তিনি মদীনায় উপস্থিত হয়ে ঐ চ্যালেঞ্জ গ্রহনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন । কিন্তু নূরানী সাহেব তার কোন উত্তর দেননি । বরং নিরব থাকেন ।

বহুদিন অপেক্ষা করার পর দক্ষিন আফ্রিকার অন্তর্গত ডার্বান শহরে অবস্থিত আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত ডার্বান এর কার্যালয় থেকে একটি বিজ্ঞাপন

প্রচারিত হয় । যার মধ্যে ওঁদের চিরাচরিত আচরণ অনুযায়ী দেওবন্দের বুজুর্গদের প্রতি ভিত্তিহীন ও মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা হয় । বিজ্ঞাপন প্রচারের উদ্দেশ্য হল মুসলিম জনসাধারনের মন থেকে আমার চ্যালেঞ্জের গুরুত্বকে হ্রাস করা । এই ফকীর মোবাহালার ঘোষনায় মসজিদে নববীতে তাঁর অবস্থানক্ষেত্র নির্ধারিত করেছিল প্রথম সারিতে রওজা মোবারকের পাশে । কিন্তু উক্ত বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছিল, প্রথম সারিতে হাজার হাজার লোক নামাজ পড়ে তাদের মধ্যে নির্দিষ্ট এক ব্যক্তিকে খুঁজে বের করা কিভাবে সম্ভব হতে পারে । বিজ্ঞাপনে এও উল্লেখ ছিল যে, আপনার চ্যালেঞ্জ নূরানী সাহেব গ্রহণ করেছেন । আপনি স্থান, কাল নির্ধারিত করে সংবাদ দিবেন ।

এই বক্তব্য আমি চুড়ান্ত পর্যায়ে আনন্দিত হলাম যে, যাই হোক আল্লাহ চান তো এবার উম্মতের পক্ষে হক ও বাতেলের পরিচয় পথ সহজ হবে এবং ধোকা, প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা থেকে মুসলমান জনগনের আত্মরক্ষা সহজতর হয়ে উঠবে ।

বিজ্ঞাপন পড়ে এই অধম তথাকথিত আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের দক্ষিন আফ্রিকায় ও ডার্বান শহরে অবস্থিত অফিসের ঠিকানায় তার উত্তর প্রেরণ করে । পত্রের মেমো আজও অধমের নিকট সুরক্ষিত আছে । ঐ পত্রে অধম দুটি তারিখ ও দুটি স্থান নির্ধারিত করে জানিয়ে দেয় যে, নূরানী সাহেব যে কোন একটি তারিখে যে কোন জায়গায় এসে মোবাহালা করুক । কিন্তু দু:খের বিষয় উক্ত দুই তারিখে কোন জায়গাতেই নূরানী সাহেবের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় নাই । যে দুটি তারিখ লিখিতভাবে জানানো হয়েছিল, তার বিবরণ নিম্নরুপ:

(১) মদীনা শরীফে ২২শে শাবান ১৪০১ হিজরী মোতাবেক ২৪শে জুন ১৯৮১ খৃ: ফজরের নামাজ ও সূর্যদয়ের মধ্যবর্তী সময়ে আবূ লোবাবা নামী স্তম্ভের নিকট । (২) মক্কায় হারাম শরীফের মধ্যে মীযাবে রহমতের নীচে হাতীম নামক স্থানে ২৪শে শবান ১৪০১ হিজরী মোতাবেক ২৬শে জুন ১৯৮১ খৃ: ।

বলাবাহুল্য এই অধম উভয় তারিখে উভয় আস্থানে নির্ভরযোগ্য সাক্ষী সহ উপস্থিত ছিল । উক্ত সক্ষীগনের পরিচয় নিম্নরুপ : মদীনা শরীফে ধার্য তারিখে ও নির্ধারিত সময়ে নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ।

(১) মাওলানা সিরাজুল হক সাহেব (হারাম শরীফের তত্ত্বাবধায়ক)
(২) মাওলানা মো: আবিদ সাহেব,

মদীনা শরীফ ইসলামী ইউনিভার্সিটি ।

(৩) আব্দুল্লাহ বিন মোহাম্মাদ মদনী ।

মক্কা শরীফে নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ।

(১) হাফেজ হক নেওয়াজ সাহেব, মুসলেহুস সালাত ।

(২) মোহাম্মদ ইকবাল ।

উভয় ক্ষেত্রেই উম্মতে মোহাম্মদীয়ার জন্য দোওয়া করে নোম্নোক্ত কবিতা পড়ে সভা শেষ করা হয় ।

না খঞ্জর উঠেগা না তালোয়ার উনসে ।
ইয়েহ বাজু মেরে আজমায়ে হুয়ে হ্যাঁয় ।।

অর্থাৎ সে বল্লম ধরতেও অক্ষম আর তরবারী চালাতেও অক্ষম । তার বাহুর শক্তি আমার পরীক্ষা করা আছে । এই ফকীর এখন থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মোবাহালা করার জন্য প্রস্তুত আছে । এখন নূরানী সাহেব বা তাঁর দলবল যেন মদীনা মোনাওয়ারা বা মক্কা মোয়াজ্জামায় স্থান ও কাল নির্ধারিত করে রেজিষ্ট্রিকৃত পত্র দ্বারা এই অধমকে অবগত করায় এবং সংবাদপত্রে তা প্রকাশ করে । যেন হক ও বাতেলের এই চ্যালেঞ্জ বা মোবাহালা দ্বারা দুধ ও পানি বা হক ও বাতেল পরিষ্কার হয়ে যায় এবং উম্মত হকের পরিচয় লাভ করে সত্য সরল পথে স্থিরচিত্র হতে পারে ।

যে ব্যক্তি এই পত্র সংবাদপত্রে বা বিজ্ঞাপন আকারে প্রচার করবে এবং এই অধমের নিকট তার কপি পাঠাবে, অধম তার পক্ষ থেকে আল্লাহর ওয়াস্তে একটি উমরাহ আদায় করবে । এই পত্র আরবী, ইংরেজী, ফ্রেঞ্চ, বাংলা ও অন্যান্য ভাষায় প্রকাশ করা যেতে পারে ।

ইতি-

ফকীর আমীর আলি কোরাইশী

পোষ্ট বক্স নং ৭০৬, মদীনা মোনাওয়ারা

১৫ই রমজানুল মোবারক, ১৪০১ হিজরী মোতাবেক

১৬ই জুলাই ১৯৮১ খৃ:

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

ওয়া কুল জ-আল হাককো, ওয়া জাহাকাল বাতিলো ইন্নাল বাতিলা কানা যাহুকা ।

লা'নাতুল্লাহে আলাল কাযেবীন ।

২২শে মে ১৯৮১ খৃ: তারিখের উত্তর

আসল আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত হল দেওবন্দের বুজুর্গগণ । কৃত্রিম আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের প্রচারক মাওলানা সাহেবের নামে--

দক্ষিন আফ্রিকার ডার্বান শহর থেকে একটি পত্র আমীর আলি কোরাইশী পো: বক্স নং ৭০৬, মদীনা মোনাওয়ারা ঠিকানায় পাওয়া যায় । যার উত্তর দেওয়া হয়েছে ২২শে মে, ১৯৮১ তারিখে । আল্লাহ তাআলা কৃত্রিম আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত পন্থীদেরকে প্রতিষ্ঠাতা ও প্রচারক সহ লাঞ্ছিত ও অপমানিত করাছেন । ২২শে মে ১৯৮১ এর পত্রদ্বয় দ্রষ্টাব্য । ডার্বানবাসীগণ এই ফকীরের পরিচয় জানতে চেয়েছেন । তার উত্তরে জানাই-

ফকীর আমীর আলি কোরাইশী হযরত গওস বাহাউল হক যাকারিয়া মুলতানী (কুদ্দেসা সির্ররুহু) এর বংশধর । অধমের প্রপিতামহ সাইয়েদ জা'ফর আলি শাহ স্বাধীনতা সংগ্রামে শহীদ হয়েছেন এবং দিল্লীতে সমাধিস্থ । ফকীরের পিতামহ হযরত মোহাম্মদ শফী শিখদের সহিত জেহাদে শহীদ হয়েছেন এবং মুলতানে অমখাস বাগানের মসজিদের নিকট সমাধিস্থ । অধমের পিতা টুংকীর উজিরস্থানে সমাধিস্থ ।

ফকীর বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়ার সময় থেকে দেওবন্দের আলেমগণকে নিকট ও দূর থেকে দেখে আসছে । হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রভুর কসম তাঁদেরকে হকপন্থী ও সত্যকার আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সঠিক অনুসরণকারী দেখে আসছে । ফকীরের জন্য আল্লাহতাআলাই যথেষ্ট, বাকী সমস্ত দুরাশা মাত্র । কোনও দল বা জামাআত ফকীরের সহযোগী নাই । শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার উপর আশা ভরসা রেখে এখনও চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে যে, শাহ আহমদ নুরানী তাঁর জীবিত ও মৃত সঙ্গী সাথীগণ সহ ফকীরের নিকট আসুন । সকলের সঙ্গে বোঝাপড়ার জন্য ফকীর একাই উপস্থিত হবে ইনশাল্লাহ ।

শাহ আহমদ নুরানী সাহেব এবং ডার্বান নিবাসী কৃত্রিম আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সমর্থকগণ আরব আজমের পীর হযরত মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (কু : সি :) থেকে আরম্ভ করে হযরত পীর রওশন জমীর শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া সাহেব মোহাজীরে মাদানী (রহ:) এঁর বিষয়ে যে প্রকাশ্য

মিথ্যা ও অপবাদ রটিয়াছেন , যদি তা সত্য ও বাস্তব বলে প্রমানিত করতে পারেন তাহলে এই অধমের নিকট নগদ দশ হাজার রিয়াল (প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা) পুরস্কার গ্রহণ করুন । নচেৎ তওবানামা প্রচার করুন এবং আগামীতে এহেন ভিত্তিহীন প্রলাপ বকা ত্যাগ করুন ।

অথবা তাঁরা ফকীরের সঙ্গে শাইখুল আরব ওয়াল আজম হযরত মাওলানা সাইয়েদ হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ:) এঁর মাজারে চলুক । ফকীর সেখানে বসে জিকির করবে । যদি পবিত্র মাজার থেকে জিকিরের আওয়াজ বেরিয়ে আসে আর মাটির মধ্যে আতর ও গোলাপের সুগন্ধী বার হয়, তবে দেওবন্দী মতবাদ হক ও সত্য পরিগনিত হবে নচেৎ এই ফকীরকে গুলি করে মেরে ফেলা হোক । অত:পর এই ফকীরের সঙ্গে মৌলবী আহমদ রেজা খান সাহেব (বেরেলী জামাআতের প্রতিষ্ঠাতা) এর কবরে চলুক । ফকীর সেখানে বসে জিকির করবে । যদি কবরের ভিতর থেকে বীভৎস আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায় আর মাটি থেকে দুর্গন্ধ বার হয়, তাহলে বেরেলী মতবাদ বাতেল ও মিথ্যা গন্য হবে । এমনটি না হলে ফকীরকে গুলিবিদ্ধ করা হবে ।

(বিকল্প)

ফকীর মদীনা শরীফে অবস্থান করছে । এবং এখানে জান্নাতুল বাকী কবরস্থানে পীরে কামেল হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী (রহ:) সমাধিস্থ । মদীনার গভর্ণর সহ এই ফকীরের সঙ্গে তাঁর মাজারে উপস্থিত হোক, ফকীর সেখানে আল্লাহর জিকিরে মগ্ন হবে । যদি কবর থেকে কোরআন পাঠের আওয়াজ বেরিয়ে আসে আর মাটি থেকে আর মাটি থেকে সুগন্ধ বের হয়, তাহলে দেওবন্দী মাসলাক বা মতবাদ হক ও সত্য সাব্যস্ত হবে । নচেৎ ফকীরকে গুলি করে মেরে দেওয়া হবে । এবং ঐ কবরস্থানেই অবস্থিত নুরানী মিঁয়ার পিতা শাহ মোহাম্মদ আব্দুল আলিম সিদ্দিকীর কবরে ফকীরের সঙ্গে চলুক, ফকীর সেখানে বসে জিকির করবে । যদি কবরের ভিতর থেকে অশুভ ও বিভৎস আওয়াজ এবং মাটি থেকে দুর্গন্ধ বের হয়, তাহলে বেরেলী মতবাদ বাতেল ও মিথ্যা সব্যস্ত হবে, অন্যথায় এই ফকীরকে যেমন ইচ্ছা শাস্তি দেওয়া যাবে ।
এই ফকীরের দাবী এই যে,

(১) আমরা ওঁদেরকে মুসলমান স্বীকার করি, ওঁরাও যেন দেওবন্দী মতবাদকে কুফরী মতবাদ বলা বন্ধ করেন, এবং তওবানামা প্রচার করেন ।

(২) নচেৎ তাঁরা যেন মোবাহালা বা আমার এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন । অন্যথায় এই অধম সারাজীবন এই প্রর্থনা করতে থাকবে যে,

আয় খোদা ! তুমিই মহান পুজ্য । মিথ্যুকদের মতবাদ ধ্বংস কর সত্যবাদী হকপন্থীদের সম্প্রসারিত কর । তুমিই একক তুমিই সামাদ বা স্বয়ংসম্পূর্ণ ।

‘‘লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ ওয়ালাম ইয়াকুল লাহুকুফুয়ান আহাদ‘‘ অর্থাৎ তিনি কাউকে জন্ম দেন নাই । তিনি কারো দ্বারা জন্মলাভ করেন নাই । তাঁর সমকক্ষ কেউ নাই ।

ইতি-

তাং ১২ই জুলাই ফকীর আমীর আলি কোরাইশী

১৯৮১ খৃ: পো: বক্স নং ৭০৬

মদীনা মোনাওয়ারা, সউদী আর

Islamic Da'wah and Education Academy

Islamic Da'wah and Education Academy

Contact-
Ashik Iqubal
Mob- 7501879668
Ph. No-01776564817
email-
iqubal86@gmail.com
islamicdawahandedu@gmail.com
www.facebook.com/2014idea

Preaching authentic Islamic Knowledge
in the light of our pious-predecessors

Address- Mayureswar, Birbhum-731218, W.B., India

Idea Publication

Islamic Da'wah and Education Academy